www.AmarIslam.com

কুরআনে পাক বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে পড়ার প্রাথমিক ক্বায়িদা

মাদানী ক্বায়িদা

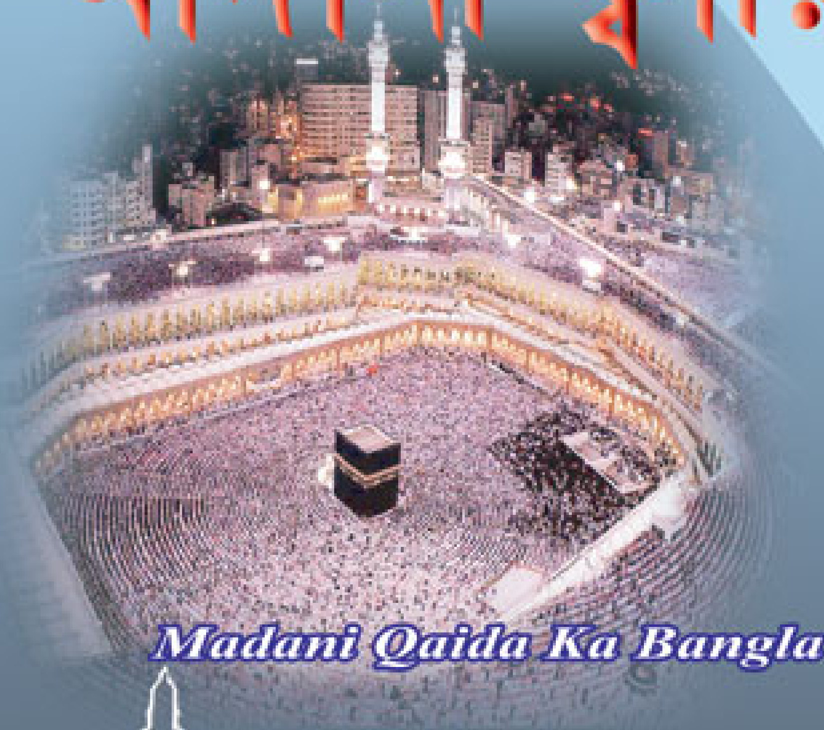

Madani Qaida Ka Bangla

উপস্থাপনায় ঃ
মাদ্‌রাসাতুল মাদিনা

www.AmarIslam.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ط وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত, দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আলামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইল্‌ইয়াস আত্তার কাদিরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه বর্ণনা করেন ঃ

যে ব্যক্তি ধর্মীয় কিতাবাদি পাঠ করার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দুআটি পড়ে নেয়, তবে যা কিছু পাঠ করা হবে, তা স্মরণে থাকবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

দুআটি নিম্নরূপ

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ
عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَاذَاالْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদ ঃ- হে আলাহ! আমাদের জন্য আপনার জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দিন এবং আমাদের উপর আপনার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল করুন। হে চির মহান! হে চির মহিমান্বিত।

(আল মুস্তাতারাফ, খন্ড-১ম, পৃ-৪০, দারুল ফিকির, বৈরুত)

নোট ঃ- দুআটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দুরূদ শরীফ পাঠ করুন।

মাদানী উদ্দেশ্য

আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

নাম :...

মাদরাসাতুল মাদিনা :...

ক্লাস :...

ঠিকানা :..

....

....

....

....

মোবাইল ....

সর্বপ্রথম এটা পাঠ করুন

یہی ہے آرزو تعلیمِ قرآن عام ہو جائے　　تلاوت کرنا صبح و شام میرا کام ہو جائے

সারাংশঃ হৃদয়ের আকাঙ্খা এটাই যেন ক্বোরআন শিক্ষা ব্যাপক হয়ে যায়, সকাল সন্ধ্যায় ক্বোরআন তিলাওয়াত করা যেন আমার নিত্যকর্মে পরিণত হয়ে যায়।

ক্বোরআনে কারীম, ফুরক্বানে হামীদ, আল্লাহ্ তায়ালার এমন কালাম যা সঠিক পথের দিশা, হিদায়ত এবং ইলম ও হিকমতের অমূল্য ভান্ডার। মাদিনার তাজেদার, উভয় জগতের সরদার صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেনঃ خَیۡرُکُمۡ مَنۡ تَعَلَّمَ الۡقُرۡاٰنَ عَلَّمَهٗ অর্থাৎ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম লোক হচ্ছে সে, যে ক্বোরআনে পাক শিক্ষা অর্জন করেছে এবং অপরকে শিক্ষা প্রদান করেছে। (সহীহ্ বুখারী, কিতাবু ফযাইলুল ক্বোরআন, আল হাদীস-৫০২৭, পৃষ্ঠা-৪৩৫)

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! ক্বোরআন ও সুন্নত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর মাধ্যমে ক্বোরআনে পাকের শিক্ষাকে ব্যাপক করার জন্য দেশে বিদেশে হিফয ও নাজারার জন্য "মাদরাসাতুল মাদীনা" নামে অসংখ্য মাদরাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ লিখনি লিখার সময়কার পরিসংখ্যান অনুযায়ী প্রায় নয় হাজার মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নীদেরকে বিনা বেতনে হিফয ও নাজারা শিক্ষা দেয়া হচ্ছে। অনুরুপভাবে বিভিন্ন মসজিদে সাধারনত প্রতিদিন এশার নামাযের পর হাজারো মাদরাসাতুল মদীনা (প্রাপ্ত বয়স্কদের জন্য) চালু রয়েছে। যাতে বিনা বেতনে ইসলামী ভাইয়েরা বিশুদ্ধ মাখরাজ সহকারে হরফ সমূহের সঠিক উচ্চারণ সহ ক্বোরআনে পাক শিক্ষা করে, দু'আ সমূহ মুখস্ত করে এছাড়া নামায ও সুন্নাত সমূহের শিক্ষা অর্জন করে থাকে। এসব ছাড়াও বাংলাদেশ সহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ঘরে ঘরে প্রতিদিন মাদরাসাতুল মাদীনা (প্রাপ্ত বয়স্কা মহিলাদের জন্য) নামে হাজারো মাদরাসা চালু করা হয়েছে। এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী এ লিখনী লিখাকালীন সময়ে কেবল বাবুল মদীনা করাচীতে ইসলামী বোনদের ১৩১৭ মাদরাসা চালু রয়েছে যাতে ক্বোরআনে পাক, নামায ও সুন্নাত সমূহের বিনা বেতনে শিক্ষা অর্জন করছে এবং দু'আ সমূহ মুখস্ত করছে।

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ! মাদরাসাতুল মদীনা অভিজ্ঞ শিক্ষকগণ ক্বোরআনে পাক সহজভাবে শিখার জন্য "মাদানী ক্বায়িদা" সংকলন করেছেন।" মাদানী ক্বায়িদা" এর মধ্যে ছোট-বড় ছাত্র ছাত্রীদের জন্য তাজভীদের মৌলিক ক্বায়িদাসমূহ যথাসম্ভব সহজভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যাতে মাদানী মুন্না ও মাদানী মুন্নী এবং ইসলামী ভাই ও ইসলামী বোনেরা সহজেই ক্বোরআনে পাক পাঠ করা শিখতে পারে। অভিজ্ঞ ক্বারীগণ ইলমে তাজভীদ বিষয়ে খুব সতর্কতার সাথে পর্যবেক্ষণ করেন।

মাদানী ক্বায়িদার শিক্ষা পদ্ধতির জন্য "রাহনুমায়ে মুদাররিসীন" নামক কিতাবও সংকলন করা হয়েছে, যাতে সবক্ব সমূহ পাঠ দানের পদ্ধতি বিস্তারিত ভাবে আলোচনা করা হয়েছে। اِنۡ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ অতি শীঘ্রই মাদানী ক্বায়িদার ভি সি ডি দাওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা থেকে বের করা হবে। যার মাধ্যমে এ মাদানী ক্বায়িদা ও ক্বোরআনে পাক পড়তে আরো সহজ হবে।

আল্লাহ্ তায়ালার দরবারে দু'আ তিনি যেন আমাদেরকে আমীরে আহলে সুন্নত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবূ বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার ক্বাদিরী রেজভী دَامَتۡ بَرَکَاتُهُمُ الۡعَالِیَه কর্তৃক প্রদত্ত মাদানী উদ্দেশ্য "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنۡ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য "মাদানী ইনআমাত" এর উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য আশিক্বানে রাসূলদের সাথে মাদানী ক্বাফিলার মুসাফির হওয়ার তাওফিক্ব দান করুন এবং দাওয়াতে ইসলামীকে (দিন গিয়ারবী রাত বারবী) তথা উত্তরোত্তর উন্নতি দান করুন।

আমিন বিজাহিন্নাবিয়্যীল আমিন صَلَّی اللهُ تَعَالٰی عَلَیۡهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

মজলিশে মাদরাসাতুল মাদীনা (দাওয়াতে ইসলামী)　　২৯ যুল হিজ্জাতুল হারাম, ১৪২৮ হিজরী

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ط وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সবক্ব নং-(১):-হুরুফে মুফরিদাত বা আরবী বর্ণমালা

হুরুফে মুফরিদাত তথা আরবী বর্ণমালা ২৯ টি।

* আরবী বর্ণমালাকে তাজভীদ ও ক্বিরাত অনুযায়ী আরবী বাচন ভঙ্গিতে উচ্চারণ করুন এবং উর্দূ উচ্চারণ থেকে যথা-
(বে) بے (তে) تے (ছে) ثے (হে) حے (খে) خے (তোয়াই) طوئے (যোয়াই) ظوئے
বিরত থাকুন বরং با ,تا ,ثا ,حا ,خا ,طا ,ظا পড়ুন।

* ২৯টি হরফের মধ্যে সাতটি হরফকে সর্বদা পোর তথা মোটাভাবে উচ্চারণ করতে হয়, এসব হরফকে হুরুফে মুস্তালিয়া বলা হয় আর তা হলো خ ،ص ،ض ،ط ،ظ ،غ ،ق
এগুলোর সমষ্টি হল خُصَّ ضَغْطِ قِظْ

* ঠোঁট থেকে শুধুমাত্র চারটি হরফ উচ্চারিত হয় যথা ب ،ف ،م ،و এগুলো ছাড়া অন্যান্য হরফ উচ্চারণের ক্ষেত্রে ঠোঁট নড়াচড়া করবেন না।

ا (اَلِفْ)	ب (بَا)	ت (تَا)	ث (ثَا)	ج (جِيْمْ)
ح (حَا)	خ (خَا)	د (دَالْ)	ذ (ذَالْ)	ر (رَا)
ز (زَا)	س (سِيْنْ)	ش (شِيْنْ)	ص (صَادْ)	ض (ضَادْ)
ط (طَا)	ظ (ظَا)	ع (عَيْنْ)	غ (غَيْنْ)	ف (فَا)
ق (قَافْ)	ك (كَافْ)	ل (لَامْ)	م (مِيْمْ)	ن (نُوْنْ)
و (وَاوْ)	ه (هَا)	ء (هَمْزَةْ)	ى (يَا)	

www.AmarIslam.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ط وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সবক্ব নং-(২):- হুরুফে মুরাক্কাবাত বা যুক্তবর্ণ

* দুই বা ততোধিক বর্ণ মিলে একটি মুরাক্কাব বা যুক্তবর্ণ হয়।
* মুরাক্কাব বা যুক্তবর্ণ সমূহকে মুফরাদ তথা একক বর্ণের মত পৃথক পৃথকভাবে পড়ুন।
* এ সবক্বেও হরফের উচ্চারণের ক্ষেত্রে সজাগ দৃষ্টি রেখে মারুফ অর্থাৎ আরবী বাচন ভঙ্গিতে পাঠ করুন।
* যখন দুই কিংবা ততোধিক বর্ণকে মিলিয়ে লিখা হয় তখন বর্ণের আকৃতিতে কিছুটা পরিবর্তন আসে। অধিকাংশ ক্ষেত্রে হরফের মাথা তথা অগ্রভাগ লিখা হয় এবং দেহ তথা নীচের অংশ বাদ দেয়া হয়।
* যেসব হরফে মুরাক্কাব তথা যুক্তবর্ণের ক্ষেত্রে একই রকম লিখা হয় সেগুলোকে নুক্বতার, পরিবর্তনের মাধ্যমে চিহ্নিত করুন।

تا	نا	با	لا	لا	ا
قا	فا	سا	شا	ثا	يا
صا	غا	عا	حا	خا	جا
كا	ها	ما	ظا	طا	ضا
طب	كف	كث	كت	كب	لب
قل	فل	ضل	صل	شل	سل
ظن	طن	كن	كل	غل	عل

جد	خد	حد	عد	غد	خذ
خز	حر	بر	یر	طر	ظر
بم	نم	تم	یم	ثم	شم
لج	عج	حج	بج	بع	یغ
نص	فص	قض	بس	یس	تس
فق	قق	شق	سق	عق	حق
لك	فك	قك	كو	هو	مو
بی	نی	تی	یی	ؤ	ئ
بة	نة	تة	یة	عط	فظ
بلب	بهم	بعد	عبد	حمد	هلك
یهب	خطف	ثمن	حسن	فئة	سخط

يلج	قتل	نصر	علق	فلق	خلق
سئل	جنت	نفس	بلغ	طبع	تجد
غبر	غير	خشى	شمس	صفت	قسط
بسم	شكر	ظلل	عسر	عشر	مطر

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ط وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সবক্ব নং-(৩):-হারাকাত

হরকতের বহুবচন হারাকাত। যবর [ـَ], যের [ـِ] ও পেশ [ـُ] কে হারাকাত বলে। যবর ও পেশ হরফের উপর ও যের হরফের নীচে থাকে।

* যে বর্ণে কোন হরকত থাকে সেটাকে মুতাহাররাক বলে।
* যবর মুখ ও আওয়াজকে খুলে, যের আওয়াজকে নীচের দিকে পতিত করে এবং পেশ ঠোঁটকে গোল করে উচ্চারণ করুন।
* হারাকাতকে টান ও ধাক্কা ব্যতিত মা'রুফ তথা আরবী পদ্ধতিতে পাঠ করুন।
* আলিফের উপর কোন হরকত বা সাকিন আসলে সেটাকে হামযা হিসেবে পড়ুন। (اَ, اِ, اُ, اْ)
* (ر) এর উপর যবর বা পেশ হলে (ر) কে পোর তথা মোটা এবং (ر) এর নীচে যের হলে (ر) কে বারিক তথা চিকন করে পাঠ করুন।

بُ	بِ	بَ	اُ	اِ	اَ
ثُ	ثِ	ثَ	تُ	تِ	تَ

حُ	حِ	حَ	جُ	جِ	جَ
دُ	دِ	دَ	خُ	خِ	خَ
رُ	رِ	رَ	ذُ	ذِ	ذَ
سُ	سِ	سَ	زُ	زِ	زَ
صُ	صِ	صَ	شُ	شِ	شَ
طُ	طِ	طَ	ضُ	ضِ	ضَ
عُ	عِ	عَ	ظُ	ظِ	ظَ
فُ	فِ	فَ	غُ	غِ	غَ
كُ	كِ	كَ	قُ	قِ	قَ
مُ	مِ	مَ	لُ	لِ	لَ
وُ	وِ	وَ	نُ	نِ	نَ

www.AmarIslam.com

عُ	عِ	عَ	هُ	هِ	هَ

يُ	يِ	يَ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ط وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সবক্ব নং-(৪)

* এ সবক্বকে রাওয়াঁ অর্থাৎ বানান ব্যতিত পড়বেন।

* হরকতের বিশুদ্ধ উচ্চারণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখুন।

* প্রায় সমুচ্চারিত বর্ণ অর্থাৎ প্রায় একই ধরনের উচ্চারিত বর্ণ সমূহের উচ্চারণে সুস্পষ্ট পার্থক্য বজায় রাখুন।

طُ	طِ	طَ	تُ	تِ	تَ
ذُ	ذِ	ذَ	زُ	زِ	زَ
ثُ	ثِ	ثَ	ظُ	ظِ	ظَ
صُ	صِ	صَ	سُ	سِ	سَ
ضُ	ضِ	ضَ	دُ	دِ	دَ
قُ	قِ	قَ	كُ	كِ	كَ

www.AmarIslam.com

حُ	حِ	حَ	هُ	هِ	هَ
عُ	عِ	عَ	ءُ	ءِ	ءَ
غُ	غِ	غَ	خُ	خِ	خَ
مُ	مِ	مَ	بُ	بِ	بَ
فُ	فِ	فَ	وُ	وِ	وَ
نُ	نِ	نَ	لُ	لِ	لَ
جُ	جِ	جَ	رُ	رِ	رَ
یُ	یِ	یَ	شُ	شِ	شَ

يَا خَبِيْرُ

সুন্নতের অনুসারী ও নেককার হওয়ার লক্ষ্যে সর্বদা পড়ুন। (মাসাইলুল ক্বোরআন, পৃ-২৯০)

ইলমের পাঁচটি স্তর

(১) চুপ থাকা (২) মনোযোগ সহকারে শ্রবণ করা, (৩) যা শ্রবণ করা হলো তা স্মরণ রাখা, (৪) যা শিক্ষা অর্জন হলো তার উপর আমল করা, (৫) যে ইলম অর্জন হলো তা অন্যের নিকট পৌঁছিয়ে দেয়া।

www.AmarIslam.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ط وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সবক্ব নং-৫:-তানভীন

* দুই যবর [ً] দুই যের [ٍ] দুই পেশ [ٌ] কে তানভীন বলে। যে বর্ণে তানভীন হয় সেটাকে "মুনাওওয়ান"বলে।

* তানভীন নূনে সাকিনের মতই, যা শব্দের শেষে আসে, এজন্য তানভীনের আওয়াজ নূন সাকিনের মতই হয়ে থাকে। যেমন: (اُنْ = اٌ, اِنْ = اٍ , اَنْ = اً)

* তানভীনের বানান এভাবে করুন: مًا = ميم মীম দু যবর مَنْ = مً, مٍ = ميم মীম দু যের مِنْ = مٍ , مٌ = ميم মীম দু পেশ مُنْ = مٌ

* যবর বিশিষ্ট তানভীনের পর কোন স্থানে ا কোথাও ى লিখা হয় বানান করার সময় এগুলো উলেখ করবেন না।

طٌ	طٍ	طًا	ةٌ	تٍ	تًا
ذٌ	ذٍ	ذًا	زٌ	زٍ	زًا
ثٌ	ثٍ	ثًا	ظٌ	ظٍ	ظًا
صٌ	صٍ	صًا	سٌ	سٍ	سًا
ضٌ	ضٍ	ضًا	دٌ	دٍ	دًى

www.AmarIslam.com

كَا	كِ	كُ	قَا	قِ	قُ
هَا	هِ	هُ	حَا	حِ	حُ
عَ	عِ	عُ	عَا	عِ	عُ
خَا	خِ	خُ	غَا	غِ	غُ
بَا	بِ	بُ	مَا	مِ	مُ
وَا	وِ	وُ	فَا	فِ	فُ
لَا	لِ	لُ	نَا	نِ	نُ
رَا	رِ	رُ	جَا	جِ	جُ
شَا	شِ	شُ	يَ	يِ	يُ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ط وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সবক্ব নং-৬

* এ সবক্বক্বে **বানান** ও **বানান ব্যতিত** উভয় পদ্ধতিতে পড়ুন।

* হরকত, তানভীন ও প্রত্যেক হরফ বিশেষতঃ হুরুফে মুস্তা'লিয়ার বিশুদ্ধ উচ্চারণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখুন।

* বানান এভাবে করুন: **مَلِكٌ** = ميم যবর مَ , لام যের لِ , مَلِ , كاف দুই পেশ كٌ , مَلِكٌ

نَزَلَ	خَلَقَ	صَدَقَ	يَدَكَ	بَلَغَ	طَبَعَ
جَعَلَ	فَعَلَ	نَظَرَ	ذَكَرَ	كَسَبَ	اِبِلِ
رُسُلُ	صُحُفُ	ثُلُثُ	سُدُسُ	حُرُمُ	رُبُعُ
حَمِدَ	خَطِفَ	مَلِكِ	تَزِدِ	تَجِدُ	يَلِجُ
قُتِلَ	سُئِلَ	قُرِئَ	قَمَرِ	كِبَرُ	حُشِرَ
اَحَدًا	مَرَضًا	عَمَلًا	هُدًى	طُوًى	قُرًى
مَسَدٍ	ثَمَنٍ	سَخَطٍ	ظُلَلٍ	فِئَةٍ	عُنُقٍ
نَفَرٌ	صَمَدٌ	غَضَبٌ	لَعِبٌ	اُذُنٌ	كُتُبٌ

قَتَرَةٌ	شَجَرَةٌ	سَفَرَةٍ	عَلَقَةٍ	قِرَدَةٌ	دَرَجَةٌ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ط وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সবক্ব নং-(৭): হুরুফে মাদ্দাহ

* এ চিহ্ন [ْ] কে জযম বলা হয়। যে হরফের উপর জযম হয় সেটাকে সাকীন বলে।
* সাকীনকে তার পূর্বের হরফের সাথে মিলিয়ে পড়তে হয়।
* মদের হরফ ৩ টি যথা: ا و ى
* الف আলিফ সাকিনের পূর্বে যবর হলে الف আলিফ মাদ্দ হবে। যেমন: (بَا)

وَاوْ ওয়াও সাকীন পূর্বে পেশ হলে وَاوْ ওয়াও মাদ্দ হবে যেমন: (بُوْ) ى ইয়া সাকীনের পূর্বে যের হলে ى ইয়া মাদ্দ হবে যেমন: (بِيْ);

* হুরুফে মাদ্দকে এক আলিফ অর্থাৎ দুই হরকতের সমপরিমান টেনে পড়তে হয়।
* বানান এভাবে করুন:(بَا = الف যবর بَا, = بَا وَاوْ পেশ بُوْ, = بَا ى যের بِيْ)
بَا , بُوْ , بِيْ

تِيْ	تُوْ	تَا	بِيْ	بُوْ	بَا
جِيْ	جُوْ	جَا	ثِيْ	ثُوْ	ثَا
خِيْ	خُوْ	خَا	حِيْ	حُوْ	حَا
ذِيْ	ذُوْ	ذَا	دِيْ	دُوْ	دَا
زِيْ	زُوْ	زَا	رِيْ	رُوْ	رَا
شِيْ	شُوْ	شَا	سِيْ	سُوْ	سَا

ضِىْ	ضُوْ	ضَا	صِىْ	صُوْ	صَا
ظِىْ	ظُوْ	ظَا	طِىْ	طُوْ	طَا
غِىْ	غُوْ	غَا	عِىْ	عُوْ	عَا
قِىْ	قُوْ	قَا	فِىْ	فُوْ	فَا
لِىْ	لُوْ	لَا	كِىْ	كُوْ	كَا
نِىْ	نُوْ	نَا	مِىْ	مُوْ	مَا
هِىْ	هُوْ	هَا	وِىْ	وُوْ	وَا
يِىْ	يُوْ	يَا	اِىْ	اُوْ	اَ

يَا عَلِيْمُ

আগে ও পরে ১ বার দুরূদ শরীফ সহ ২১ বার পড়ে পানিতে ফুঁক দিয়ে ৪০ দিন পর্যন্ত সকালে কিছু খাওয়ার পূর্বে পান করবেন (বা পান করাবেন), اِن شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ (পান কারীর) স্মরণ শক্তি বৃদ্ধি হবে।

(শাজরায়ে আলীয়া, ক্বাদিরীয়্যাহ, রযভীয়্যাহ, যিয়াইয়্যাহ, আত্তারিয়্যাহ, পৃষ্ঠা-৪৬)

www.AmarIslam.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ط وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সবক্ব নং-(৮):-খাড়া হরকত

* খাড়া যবর [ٰ], খাড়া যের [ٖ] ও উল্টা পেশ [ٗ] কে খাড়া হরকত বলে।

* খাড়া হরকত হুরুফে মাদ্দার স্থলাভিষিক্ত। এজন্য খাড়া হরকতকে হুরুফে মাদ্দার মত এক আলিফ তথা দুই হরকতের সমপরিমাণ দীর্ঘ করে টেনে পড়ুন।

* এ সবক্বেও প্রায় সমুচ্চারিত বর্ণসমূহ অর্থাৎ প্রায় একই ধরনের উচ্চারিত বর্ণসমূহের মধ্যে সুস্পষ্ট পার্থক্য বজায় রাখুন।

طٗ	طٖ	طٰ	تٗ	تٖ	تٰ
ذٗ	ذٖ	ذٰ	زٗ	زٖ	زٰ
ثٗ	ثٖ	ثٰ	ظٗ	ظٖ	ظٰ
صٗ	صٖ	صٰ	سٗ	سٖ	سٰ
ضٗ	ضٖ	ضٰ	دٗ	دٖ	دٰ
قٗ	قٖ	قٰ	كٗ	كٖ	كٰ
حٗ	حٖ	حٰ	هٗ	هٖ	هٰ

www.AmarIslam.com

اَ - ءَ	اِ - ءِ	اُ - ءُ	عَ	عِ	عُ
خَ	خِ	خُ	غَ	غِ	غُ
بَ	بِ	بُ	مَ	مِ	مُ
وَ	وِ	وُ	فَ	فِ	فُ
لَ	لِ	لُ	نَ	نِ	نُ
زَ	زِ	زُ	جَ	جِ	جُ
شَ	شِ	شُ	ىَ	ىِ	ىُ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ط وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সবক্ব নং-(৯):-হুরুফে লীন

* হুরুফে লীন ২টি যথা: و , ى
* وَاوْ সাকিনের পূর্বে যদি যবর হয় তবে وَاوْ লীন হবে যথা (جَوْ) ى সাকীনের পূর্বে যদি যবর হয় তবে ى লীন হবে যেমন: (بَیْ)
* হুরুফে লীনকে ধাক্কা ও টান দেয়া ব্যতিত নরমভাবে মা'রূফ পদ্ধতিতে পড়বেন।
* বানান এভাবে করুন: (بَیْ যবর یَا بَا=بَیْ, بَوْ যবর وَاوْ بَا =بَوْ)

بَوْ بَیْ تَوْ تَیْ ثَوْ ثَیْ

جَوْ جَیْ حَوْ حَیْ خَوْ خَیْ

دَوْ دَیْ ذَوْ ذَیْ رَوْ رَیْ

زَوْ زَیْ سَوْ سَیْ شَوْ شَیْ

صَوْ صَیْ ضَوْ ضَیْ طَوْ طَیْ

ظَوْ ظَیْ عَوْ عَیْ غَوْ غَیْ

فَوْ فَیْ قَوْ قَیْ کَوْ کَیْ

لَوْ لَیْ مَوْ مَیْ نَوْ نَیْ

وَوْ وَیْ ھَوْ ھَیْ اَوْ اَیْ

یَوْ یَیْ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ط وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সবক্ব নং-(৯):-হুরুফে লীন

* এ সবক্বকে বানান ও বানান ব্যতিত উভয় পদ্ধতিতে পড়ুন।

* এ সবক্বে পূর্বের সকল সবক্ব তথা হরকাত, তানভীন, হুরুফে মাদ্দাহ, খাড়া হরকাত এবং হুরুফে লীন অন্তর্ভূক্ত।

* এ সমস্ত ক্বায়দার আদায় ও পরিচিতি লাভ করার সাথে বর্ণসমূহের বিশুদ্ধ উচ্চারণের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখুন বিশেষতঃ হুরুফে মুস্তা'লিয়া সমূহের উচ্চারণের ক্ষেত্রে মনোযোগ দিন।

* বানান করার ক্ষেত্রে এ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখবেন যে প্রতিটি বর্ণকে পূর্ববর্তী বর্ণের সাথে মিলাতে থাকবেন। যেমন (مَوْضُوْعَةٌ) এর বানান এভাবে করুনঃ (وآؤميم) যবর (مَوْ), (وآؤضاد) পেশ (ضُوْ) = (مَوْضُوْ), (عين) যবর (عَ) = (مَوْضُوْعَ), تا দুই পেশ (ةٌ) = (مَوْضُوْعَةٌ).

قَالَ	صِرَاطَ	هٰذَا	ذٰلِكَ	كَانُوْا	قَالُوْا
لَهٗ	سَوْفَ	قَوْلُ	فِيْهِ	نُوْحِيْهِ	بِهٖ
لَيْسَ	بَيْنَ	عَذَابًا	مَتَاعًا	طَغٰى	شَكُوْرًا
غَفُوْرًا	دَاوٗدَ	خَوْفٍ	يَوْمِ	قِيْلَ	حِيْلَ
رُسُلِهٖ	رَسُوْلِهٖ	اِلَيْهِ	عَلَيْهِ	صَوَابًا	مَابًا
صَلٰوةً	زَكٰوةً	رَسُوْلٍ	مَحْفُوْظٍ	مَقَامُهٗ	خِتْمُهٗ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

لَوْحِ	حَوْلٍ	دِيْنُ	بَشِيْرُ	قَوْمِهٖ	هَدَيْنَا
بَيْنَنَا	زَاهِدِيْنَ	رَاكِعُوْنَ	عِيْسٰى	مُوْسٰى	صُدُوْرِ
اَوٰى	قَوْلًا	قَوْمًا	مِيْقَاتًا	مُنِيْرًا	شَيْءٍ
شَيْئًا	هٰرُوْنَ	سُلَيْمٰنَ	شُهُوْدُ	قُعُوْدُ	وَدُوْدُ
يَوْمَئِذٍ	مَوْعِدُهٗ	كَرِيْمٍ	وَكِيْلٍ	نُوْرِهٖ	اَرَءَيْتَ
اَفَرَءَيْتَ	مَوْعِظَةٌ	مَوْضُوْعَةٌ	مَوْءٗدَةُ	سَمِيْعٌ	عَزِيْزٌ
يَدَيْهِ	حَيْثُ	غَيْبُ	سَمٰوٰتٍ	كَلِمٰتٍ	لَشَيْءٌ
قُرَيْشٍ	بِاٰيٰتِنَا	مِهٰدًا	عٰلِمُ	كِتٰبُ	سَلٰمٌ
اُوْذِيْنَا	اُوْتِيْنَا	اَوْحَيْنَا	نُوْحِيْهَا	اٰتُوْنِيْ	اٰمِنُوْا بِيْ
تُدِيْرُوْنَهَا	فَلَا تَمِيْلُوْا	مَا خَلَقْتُمُوْنِيْ	فَلَا تَلُوْمُوْنِيْ	وَلَا يُحِيْطُوْنَ	

www.AmarIslam.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ط وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সবক্ব নং-(১১) সুকূন (জযম)

যেরুপ আপনারা পূর্ববতী সবক্বে পড়েছিলেন [ـْـ] এ চিহ্নকে জযম ও জযম বিশিষ্ট বর্ণকে সাকীন বলে।

* জযম বিশিষ্ট বর্ণ তার পূর্বের হরকত বিশিষ্ট বর্ণের সাথে মিলে উচ্চারণ হয়।

* হামযা সাকীনকে (اْ ءْ) সর্বদা ধাক্কা দিয়ে পড়ুন।

* হুরুফে ক্বলক্বলা ৫ টিق, ط , ب , ج , د , এদের সমষ্টি হচ্ছে: (قُطُبُ جَدٍّ);

* ক্বলক্বলা শব্দের অর্থ হচ্ছে কম্পন বা স্পন্দন ও নড়াচড়া করা এসব বর্ণ উচ্চারণ করার সময় মাখরাজে কম্পন বা স্পন্দনের মত হয় তাই আওয়াজ প্রতিধ্বনিত হয়ে বের হয়।

* যখন হুরুফে ক্বলক্বলা সাকীন বিশিষ্ট হয় ক্বলক্বলা খুব স্পষ্ট হয়।

* এ সবক্বে হুরুফে ক্বলক্বলা ও হামযা সাকীনের উচ্চারণে সজাগ দৃষ্টি রাখুন এবং প্রায় সমুচ্চারিত বর্ণের ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট পার্থক্য বজায় রাখুন।

اُطْ	اِطْ	اَطْ	اُتْ	اِتْ	اَتْ
اُذْ	اِذْ	اَذْ	اُزْ	اِزْ	اَزْ
اُثْ	اِثْ	اَثْ	اُظْ	اِظْ	اَظْ
اُصْ	اِصْ	اَصْ	اُسْ	اِسْ	اَسْ
اُضْ	اِضْ	اَضْ	اُدْ	اِدْ	اَدْ

اَكْ	اِكْ	اُكْ	اَقْ	اِقْ	اُقْ
اَهْ	اِهْ	اُهْ	اَحْ	اِحْ	اُحْ
اَءْ	اِءْ	اُءْ	اَعْ	اِعْ	اُعْ
اَخْ	اِخْ	اُخْ	اَغْ	اِغْ	اُغْ
اَبْ	اِبْ	اُبْ	اَمْ	اِمْ	اُمْ
اَوْ	و সাকিনের পূর্বে যের বসে না	اُوْ	اَفْ	اِفْ	اُفْ
اَلْ	اِلْ	اُلْ	اَنْ	اِنْ	اُنْ
اَرْ	اِرْ	اُرْ	اَجْ	اِجْ	اُجْ
اَشْ	اِشْ	اُشْ	اَیْ	اِیْ	ی সাকিনের পূর্বে পেশ বসে না

অনুশীলন

قُلْ	اِنْ	عَنْ	مَنْ	بَلْ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

لُمْ	كُمْ	هُمْ	ذُقْ	قَدْ
اِصْطَبِرْ	مُسْتَطَرْ	فَاغْفِرْ	اَعْيُنْ	اَعْنَابًا
زَجْرَةٌ	نُطْفَةٍ	مُدْهِنُوْنَ	اَبْوَابًا	فَافْرُقْ
يُقْرِضْ	يُغْنِىْ	تَجْرِىْ	جَمْعًا	فَتْحٌ
مُؤْمِنِيْنَ	مُؤْمِنُوْنَ	يُؤْمِنُوْنَ	مُؤْصَدَةٌ	اِقْرَاْ
شَاْنُ	كَاْسًا	بِئْسَ	يَشَاْ	نَشَاْ
اِثْمُ	يَبْحَثْ	اَحْيَا	اُخْرٰى	اِذْهَبْ
اُشْدُدْ	اِرْكَبْ	حُشِرَتْ	نُشِرَتْ	اَحْضَرَتْ
طُمِسَتْ	فُرِجَتْ	نُسِفَتْ	يُظْلَمُوْنَ	يَظْهَرُ
اِصْبِرْ	بَيْنَكُمْ	بَيْنَهُمْ	فَضْلِكَ	عَلَيْهِمْ
اَعْمَالَهُمْ	اَعْمَالَكُمْ	اَيْدِيْهِمْ	يَسْتَبْدِلْ	يَسْتَفْتِحُوْنَ

www.AmarIslam.com

www.AmarIslam.com

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ط وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সবক্ব নং-(১২) নূনে সাকীন ও তানভীন (ইযহার, ইখফা)

* নূন সাকীন ও তানভীনের চারটি ক্বায়দা বা সূত্র রয়েছেঃ (১) ইযহার, (২) ইখফা, (৩) ইদগাম (৪) ইক্বলাব।

(১) ইযহারঃ নূন সাকীন বা তানভীনের পর যদি হুরুফে হলক্বী থেকে কোন একটি হরফ আসে তবে ইযহার হবে অর্থাৎ নূন সাকীন ও তানভীনকে গুন্নাহ করবেন না। হুরুফে হলক্ব ছয়টি যথাঃ ء، ح، ع، ه، غ، خ

(২) ইখফাঃ নূন সাকীন ও তানভীনের পর যদি ইখফার হরফ সমূহ থেকে কোন একটি হরফ আসে তবে ইখফা করুন অর্থাৎ নূন সাকীন ও তানভীনকে গুন্নাহ করে পড়বেন। ইখফার হরফ ১৫ টি যথাঃ ت، ث، ج، د، ذ، ز، س، ش، ص، ض، ط، ظ، ف، ق، ك

বিঃ দ্র : : ইদগাম ও ইক্বলাবের ক্বায়দা সবক্ব নং ১৪ এর মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে।

مِنْ اَجَلٍ	مِنْ هَادٍ	مِنْ عَلَقٍ	مِنْ حَكِيْمٍ
مِنْ غَفُوْرٍ	مِنْ خَوْفٍ	فَمَنْ تَبِعَ	مِنْ ثَمَرَةٍ
مِنْ جُوْعٍ	مِنْ دُوْنِكُمْ	مِنْ ذَهَبٍ	فَاِنْ زَلَلْتُمْ
مَنْ سَفِهَ	مَنْ شَكَرَ	مِنْ صَلْصَالٍ	اِنْ ضَلَلْتُ
مِنْ طِيْنٍ	مَنْ ظَلَمَ	مِنْ فُرُوْجٍ	مِنْ قَبْلُ
مِنْ كِتٰبٍ	يَنْئَوْنَ	مِنْهُمْ	اَنْعَمْتَ

www.AmarIslam.com

وَانْحَرْ	فَسَيُنْغِضُوْنَ	وَالْمُنْخَنِقَةُ	اَنْتَ
تَنْسَوْنَ	نُنْشِزُهَا	يَنْصُرُوْنَ	مَنْضُوْدٍ
يَنْطِقُوْنَ	اُنْظُرْ	اَنْفُسِكُمْ	يَنْقُضُوْنَ
مِنْكُمْ	عَذَابًا اَلِيْمًا	خَيْرٍ تَجِدُوْهُ	عَدْنٍ تَجْرِيْ

بَلَدًا اٰمِنًا	قَوْلًا ثَقِيْلًا	شِهَابٌ ثَاقِبٌ
نُوْحًا هَدَيْنَا	فَصَبْرٌ جَمِيْلٌ	خَلْقٍ جَدِيْدٍ
جُرُفٍ هَارٍ	كَاْسًا دِهَاقًا	بَخْسٍ دَرَاهِمَ
سَمِيْعٌ عَلِيْمٌ	سِرَاعًا ذٰلِكَ	يَتِيْمًا ذَا مَقْرَبَةٍ
خُلُقٍ عَظِيْمٍ	صَعِيْدًا زَلَقًا	يَوْمَئِذٍ زُرْقًا
قَرْضًا حَسَنًا	قَوْلًا سَدِيْدًا	بِقَلْبٍ سَلِيْمٍ
مُلٰقٍ حِسَابِيَهْ	بَاْسٍ شَدِيْدٍ	عَذَابٌ شَدِيْدٌ

www.AmarIslam.com

رِجَالٌ صَدَقُوا	عَمَلًا صَالِحًا	قَوْمًا غَيْرَكُمْ
مُسْفِرَةٌ ضَاحِكَةٌ	عَذَابًا ضِعْفًا	قَلِيلَةٍ غَلَبَتْ
سَمٰوٰتٍ طِبَاقًا	سَبْحًا طَوِيلًا	عَلِيمٌ خَبِيرٌ
نَفْسٍ ظَلَمَتْ	سَحَابٌ ظُلُمٰتٌ	رَفْرَفٍ خُضْرٍ
ثَمَنًا قَلِيلًا	سُبُلًا فِجَاجًا	قَوْمًا فَاسِقِينَ
كِرَامًا كَاتِبِينَ	رَسُولٍ كَرِيمٍ	فَتْحٌ قَرِيبٌ

يَا سَمِيعُ

১০০ বার যে প্রতিদিন পাঠ করবে ও পাঠকালে কথা-বার্তা বলবে না এবং পাঠ করে দু'আ প্রার্থনা করবে, اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ যা প্রার্থনা করবে তা পাবে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ط وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সবক্ব নং-(১৩) তাশদীদ

* তিন দাঁত বিশিষ্ট [ـّـ] এ চিহ্নকে তাশদীদ বলে। যে হরফে তাশদীদ হয় সেটাকে মুশাদ্দাদ বলে।
* তাশদীদ যুক্ত হরফকে দু'বার উচ্চারণ করতে হয়, একবার তার পূর্ববর্তী মুতাহাররাক তথা হরকত বিশিষ্ট হরফের সাথে মিলিয়ে এবং দ্বিতীয়বার নিজ হরকতের ভিত্তিতে একটু থেমে।
* নূনে মুশাদ্দাদ ও মীমে মুশাদ্দাদে সর্বদা গুন্নাহ হয়। গুন্নাহ বলা হয় নাকের ভিতর আওয়াজ নিয়ে যাওয়া আর গুন্নার পরিমাণ হচ্ছে এক আলিফের সমপরিমাণ।
* যখন হুরুফে ক্বলক্বলা মুশাদ্দাদ হয় তবে সেটাকে দৃঢ়তার সাথে উচ্চারণ করুণ।
* প্রথম হরফ যদি মুতাহাররাক তথা হরকত বিশিষ্ট হয়, দ্বিতীয় হরফ সাকীন এবং তৃতীয় হরফ মুশাদ্দাদ হয় তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে (সর্বদা নয়) সাকীন বর্ণকে ছেড়ে দিয়ে হরকত বিশিষ্ট হরফকে তাশদীদ যুক্ত হরফের সাথে মিলিয়ে পড়া হয়। যেমনঃ
  (عَبَتُّمْ) কে (عَبَدْتُمْ পড়া হয়)
* এ সবক্বে তাশদীদের অনুশীলনের সাথে সাথে প্রায় সমুচ্চারিত বর্ণ অর্থাৎ প্রায় একই ধরনের আওয়াজ বিশিষ্ট বর্ণসমূহে সুস্পষ্ট পার্থক্য বজায় রাখুন।

اُطَّ	اِطَّ	اَطَّ	اُتَّ	اِتَّ	اَتَّ
اُذَّ	اِذَّ	اَذَّ	اُزَّ	اِزَّ	اَزَّ
اُثَّ	اِثَّ	اَثَّ	اُظَّ	اِظَّ	اَظَّ
اُصَّ	اِصَّ	اَصَّ	اُسَّ	اِسَّ	اَسَّ
اُضَّ	اِضَّ	اَضَّ	اُدَّ	اِدَّ	اَدَّ
اُقَّ	اِقَّ	اَقَّ	اُكَّ	اِكَّ	اَكَّ

اَهّ	اِهّ	اُهّ	اَحّ	اِحّ	اُحّ
اَعّ	اِعّ	اُعّ	اَخّ	اِخّ	اُخّ
اَبّ	اِبّ	اُبّ	اَمّ	اِمّ	اُمّ
اَوّ	اِوّ	اُوّ	اَفّ	اِفّ	اُفّ
اَلّ	اِلّ	اُلّ	اَنّ	اِنّ	اُنّ
اَرّ	اِرّ	اُرّ	اَجّ	اِجّ	اُجّ
اَشّ	اِشّ	اُشّ	اَیّ	اِیّ	اُیّ
رَبِّ	رَبِّیْ	رَبِّهٖ	اِنَّ	اِنَّا	اِنِّیْ
مِنَّا	مِنِّیْ	ثُمَّ	وَلَمَّا	حَبَّبَ	اَحَبَّ
وَالتِّيْنِ	بِالتَّقْوٰی	اَلثَّاقِبُ	ثَجَّاجًا	فِی الْحَجِّ	شُحَّ
مُسَخَّرَاتٍ	صَدَّقَ	تَصَدّٰی	اَلدَّرَجَاتِ	مِنَ الدَّمْعِ	وَالذّٰكِرِيْنَ
اَلرَّحْمٰنُ	نُزِّلَ	فَسَنُيَسِّرُهٗ	وَالشَّمْسِ	نَقُصُّ	وَالصّٰلِحِيْنَ
فَضَّلْنَا	وَالضُّحٰی	وَالطُّوْرِ	وَالطَّيْرِ	اَلطَّلَاقُ	وَالظَّاهِرُ
لِلظّٰلِمِيْنَ	سُعِّرَتْ	يُوَفَّ	حُقَّتْ	حَقُّ	رَكَّبَكَ
وَالَّذِيْنَ	مِمَّا	اُمَّةٍ	فَاُمُّهٗ	مُسَمًّى	جَنّٰتٍ

www.AmarIslam.com

وَالنّٰشِطٰتِ	وَالنَّجۡمِ	كُوِّرَتۡ	مُطَهَّرَةً	سُيِّرَتۡ	يَذَّكَّرُ
لِيَدَّبَّرُوۡا	ذُرِّيَّتَهٗ	مُزَّمِّلُ	مُدَّثِّرُ	عَلَى النَّبِيِّ	يَسَّمَّعُوۡنَ
عِلِّيُّوۡنَ	يَزَّكّٰى	مِنَ الطَّيِّبٰتِ	اِنَّ الظَّنَّ	مَدَّ الظِّلَّ	شَرِّ النَّفّٰثٰتِ
يُحِبُّ التَّوَّابِيۡنَ		رَبُّ السَّمٰوٰتِ		اَحَطْتُّ	بَسَطْتَّ
نَخۡلُقكُّمۡ	قَدۡ تَّبَيَّنَ	عَبَدۡتُّمۡ	اِذۡ ظَّلَمُوۡا	قَدۡ دَّخَلُوۡا	اِذۡ ذَّهَبَ

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰهِ رَبِّ الۡعٰلَمِيۡنَ ط وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الۡمُرۡسَلِيۡنَ

اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيۡطٰنِ الرَّجِيۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰهِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِيۡمِ ط

সবক্ব নং-(১৪) নূনে সাকীন ও তানভীন (ইদ্‌গাম, ইক্বলাব)

(৩) ইদগামঃ নূন সাকীন ও তানভীনের পর নুন সাকীন থেকে কোন হরফ আসলে ইদগাম হবে। 'ر' ও 'ل' গুন্নাহ ব্যতিত এবং বাকী চার হরফ গুন্নাহ সহকারে ইদগাম করতে হবে। يرملون শব্দের মধ্যে ছয়টি বর্ণ রয়েছে আর তা হচ্ছে এই ن، و، ل، م، ر، ى

(৪) ইক্বলাবঃ নূন সাকীন ও তানভীনের পর ب হরফটি আসলে ইক্বলাব করুন অর্থাৎ নূন সাকীন ও তানভীনকে মীম সাকীন দ্বারা পরিবর্তন করে ইখ্‌ফা অর্থাৎ গুন্নাহ করে পড়বেন।

* ইদগামের বানান এভাবে করুন যেমন : مَنۡ يَّقُوۡلُ= مِيۡم نُوۡن يَا মীম নূন ইয়া যবর مَنۡ يَّ, يَا ইয়া যবর مَنۡ يَّ = يَ , واو قاف ক্বাফ ওয়াও পেশ مَنۡ يَّقُوۡ = قُوۡ ,لام , লাম পেশ مَنۡ يَّقُوۡلُ = لُ

* ইক্বলাবের বানান এভাবে করুন যেমনঃ مِنۡۢ بَعۡدِ = مِيۡمُ نُوۡنُ মীম নূন যের عَيۡنُ با، مِنۡ, বা আইন যবর مِنۡۢ بَعۡ = بَعۡ دال,مِنۡۢ بَعۡ দাল যের مِنۡۢ بَعۡدِ = دِ)

مَنۡ يَّقُوۡلُ	مِنۡ وَّرَقِ الۡجَنَّةِ	مِنۡ يَّوۡمٍ	مِنۡ وَّلِيٍّ

www.AmarIslam.com

مِنْ نُّطْفَةٍ	مِنْ نَّصِيْرٍ	مِنْ مِّثْلِهٖ	مِنْ مَّشْهَدٍ
يَكُنْ لَّهٗ	مِنْ لَّدُنْهُ	مِنْ رَّبِّهِمْ	مِنْ رَّبِّكَ
وُجُوْهٌ يَّوْمَئِذٍ	هُدًى وَّذِكْرٰى	رَجُلٌ يَّسْعٰى	كِتٰبًا يَّلْقٰهُ
خَلْقٍ نُّعِيْدُهٗ	حِطَّةٌ نَّغْفِرْ لَكُمْ	سِرَاجًا مُّنِيْرًا	بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ
وَيْلٌ لِّكُلِّ	مُصَدِّقٌ لِّمَا	رَءُوْفٌ رَّحِيْمٌ	مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ
لَيُنْۢبَذَنَّ	اَنْۢبِئْهُمْ	مِنْۢ بَقْلِهَا	مِنْۢ بَعْدِ
كِرَامٍۢ بَرَرَةٍ	جَنَّةٍۢ بِرَبْوَةٍ	خَبِيْرًاۢ بَصِيْرًا	قَوْلًاۢ بَلِيْغًا
	صُمٌّۢ بُكْمٌ	حِلٌّۢ بِهٰذَا	

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ط وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সবক্ব নং-(১৫) মীম সাকীনের ক্বায়িদা সমূহ

মীম সাকীনের ক্বায়িদা তিনটি (১) ইদগামে শাফাভী (২) ইখফায়ে শাফাভী (৩) ইযহারে শাফাভী

(১) ইদগামে শাফাভী : মীম সাকীনের পর দ্বিতীয় মীম আসলে, মীমে সাকীনে ইদগামে শাফাভী হবে অর্থাৎ গুন্নাহ করতে হবে।

(২) ইখফায়ে শাফাভী : মীম সাকীনের পর ب হরফটি আসলে তবে মীম সাকীন ইখফায়ে শাফাভী হবে অর্থাৎ গুন্নাহ করতে হবে।

(৩) ইযহারে শাফাভী: মীম সাকীনের পর ب ও م ব্যতিত অন্য কোন বর্ণ আসলে মীম সাকীনে ইযহারে শাফাভী হবে অর্থাৎ গুন্নাহ করতে হবে।

اَنْتُمْ مُّظْلِمُوْنَ	اَلَمْ تَرَ	كُنْتُمْ بِهٖ	هُمْ فِيْهَا
وَلَكُمْ مَّا كَسَبْتُمْ	وَالْاَمْرُ	تَاْتِهِمْ بِاٰيَةٍ	اَمْضٰى
اٰتَيْتُكُمْ مِّنْ كِتٰبٍ	لَمْ يَلِدْ	عَلَيْكُمْ بِوَكِيْلٍ	وَاَمْطَرْنَا
فَهُمْ مُّقْمَحُوْنَ	لَكُمْ دِيْنُكُمْ	تَرْمِيْهِمْ بِحِجَارَةٍ	اَلَمْ نَشْرَحْ
وَهُمْ مُّعْرِضُوْنَ	وَخَلَقْنٰكُمْ اَزْوَاجًا	وَمَاهُمْ بِمُؤْمِنِيْنَ	اَمْ صَبَرْنَا
لَهُمْ مِّنَّا الْحُسْنٰى	ذٰلِكُمْ قَوْلُكُمْ	بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ	عَلَيْهِمْ غَضَبٌ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ط وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সবক্ব নং-(১৬) (তাফখীম) “পোর” ও (তারক্বীক্ব) “বারিক”

* তাফখীম অর্থ হরফকে পোর অর্থাৎ মোটা করে পড়া এবং তারক্বীক্ব অর্থ হরফকে বারিক তথা চিকন করে পড়া।

* ا , ل ও ر এই তিনটি হরফকে কোন সময় পোর তথা মোটা আবার কোন সময় বারিক বা চিকন করে পড়া হয়।

* আলিফ : এর পূর্বে যদি পোর হরফ আসে তবে আলিফকে পোর আর বারিক হরফ আসলে তবে আলিফকে বারিক করে পড়তে হয়।

* লাম : اَللّٰهُ এর মহত্বপূর্ণ নাম এর ل হরফের পূর্বের হরফের উপর যদি যবর কিংবা পেশ হয় اَللّٰهُ এর মহত্বপূর্ণ নাম কে পোর বা মোটা করে পড়ুন, اَللّٰهُ মহত্বপূর্ণ নাম এর ل হরফের পূর্বের হরফের নীচে যদি যের হয় তবে اَللّٰهُ মহত্বপূর্ণ নাম এর ل কে বারিক বা চিকন করে পড়ুন।

* اَللّٰهُ এর মহত্বপূর্ণ নাম এর ل ব্যতিত অন্যান্য সকল ل কে বারিক পড়বেন।

* ر কে পোর বা মোটা পড়ার পদ্ধতি সমূহ :

* ر এর উপর যবর কিংবা পেশ হলে। * ر এর উপর দুই যবর বা দুই পেশ হলে।

* ر এর উপর খাড়া যবর হলে। * ر সাকীনের পূর্ববতী হরফের উপর যবর বা পেশ হলে।

* ر সাকীনের পূর্বে আরিজী যের হলে। * ر সাকীনের পূর্বে অন্য শব্দে যের হলে।
* ر সাকীনের পর হুরুফে মুস্তা'লিয়া থেকে কোন হরফ ঐ শব্দে হলে।

ر কে বারিক বা চিকন করে পড়ার পদ্ধতি সমূহ :

* ر এর নীচে এক যের বা দুই যের হলে। * ر সাকীনের পূর্বে আসলী যের ঐ শব্দে হলে। * ر সাকীনের পূর্বে ইয়া সাকীন হলে।

আরিজী হরকতঃ ক্বোরআনে পাকে কোন কোন শব্দ আলিফ দ্বারা আরম্ভ হয় এবং ঐ আলিফের উপর কোন হরকত থাকেনা । ঐ আলিফের উপর যে হরকত দিয়ে পড়বেন ঐ হরকত আরিজী হবে যেমনঃ (اِرْجِعِىْ) এর আলিফের নীচের যের আরিজী।

বি:দ্রঃ একই শব্দে? সাকীনের পূর্বে আসলী যের হলে এবং ঐ? সাকীনের পর হরফে মুস্তা'লিয়া থাকলে তখন ঐ ? সাকীনকে পোর বা মোটা পড়তে হবে। যেমনঃ- مِرْصَادٌ

مَفَازًا	مَالًا	كَانَ	سِرَاجًا	صِرَاط	قَالَ
طَعَامٍ	غَاسِقٍ	عَابِدٌ	خَالِدًا	تَابُوْا	طَالِبُ
مِنَ اللّٰهِ	هُوَ اللّٰهُ	اِنَّ اللّٰهَ	فَاللّٰهُ	وَاللّٰهُ	اَللّٰهُ
بِسْمِ اللّٰهِ	بِاللّٰهِ	لِلّٰهِ	قَالُوا اللّٰهُمَّ	رَضِىَ اللّٰهُ	رَسُوْلُ اللّٰهِ
صَلٰوةً	عَلٰى	اِنَّ الَّذِيْنَ	اِلَّا الَّذِيْنَ	مَاوٰىهُمْ	قُلِ اللّٰهُمَّ
اَجْرُ	اَجْرًا	اَكْثَرُ	رُزِقُوْا	اَلَمْ تَرَ	رَجُلٌ
اِرْجِعْ	يُرْزَقُوْنَ	تُرْجَعُوْنَ	اَمْ صَبَرْنَا	عَرْشٌ	اِبْرٰهِيْمَ
اِنِ ارْتَبْتُمْ	رَبِّ ارْجِعُوْنِ	رَبِّ ارْحَمْهُمَا	اِرْكَعُوْا	اِرْجِعِىْ	اِرْجِعُوْا
وَالنَّهَارِ	فِىْ قِرْطَاسٍ	مِرْصَادٍ	فِرْقَةٍ	كُلُّ فِرْقٍ	اَمِ ارْتَابُوْا
نَذِيْرٌ	خَيْرٌ	قُمْ فَاَنْذِرْ	فَاصْبِرْ	اَمْرٍ	رِجَالٌ

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ ط وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সবক্ব নং-(১৭) মাদের হরফ

* মদ্দ শব্দের অর্থ লম্বা করা, টানা। মদের উপকরণ ২ টিঃ (১) হামযা [ـٔ] (২) সাকীন [ـْ]

* মদ্দ মোট ছয় প্রকার:

(১) মাদ্দে মুত্তাসিল (২) মাদ্দে মুনফাসিল, (৩) মাদ্দে লাযিম, (৪) মাদ্দে লীন লাযিম, (৫) মাদ্দে আরিয (৬) মাদ্দে লীন আরিয।

* (১) মাদ্দে মুত্তাসিলঃ মদের হরফের পর একই শব্দে যদি হামযাহ হয় তবে মদ্দে মুত্তাসিল হবে। যেমনঃ (جَآءَ)

* (২) মাদ্দে মুনফাসিলঃ মদের হরফের পর যদি দ্বিতীয় শব্দে হামযাহ হয় তবে মদ্দে মুনফাসিল যেমনঃ (فِيْٓ اَنْفُسِكُمْ);

* মাদ্দে মুত্তাসিল ও মাদ্দে মুনফাসিলকে দুই,আড়াই বা চার আলিফ পরিমাণ টেনে পড়বেন।

(৩) মাদ্দে লাযিমঃ মাদের হরফের পর [ـْ] আসলি সাকীন হয় তাকে মাদ্দে লাযিম বলে। যেমনঃ (جَآنٌّ)

* (৪) মাদ্দে লীন লাযিমঃ হরফে লীনের পর আসলী সাকীন [ـْ] হলে তাকে মাদ্দে লীন লাযিম যেমনঃ (عَيْٓنْ)

* মাদ্দে লাযিম ও মাদ্দে লিন লাযিমকে তিন, চার বা পাঁচ আলিফ পরিমাণ টেনে পড়বেন।

* (৫) মাদ্দে আরিযঃ মদের হরফের পর যদি আরিজী সাকীন হয় (অর্থাৎ ওয়াক্বফের কারণে কোন হরফ সাকীন হলে) তখন মাদ্দে আরিজ হয়। যেমন : (مُسْلِمُوْنَ ○)

* (৬) মাদ্দে লীন আরিজঃ হরফে লীনের পর যদি আরিজী সাকীন হয় (অর্থাৎ ওয়াক্বফের কারণে কোন হরফ সাকীন হলে) তবে মাদ্দে লীন আরিজ হবে। যেমন : (شَفَتُوْنَ○)

* মাদ্দে আরিজ ও মাদ্দে লীন আরিজকে তিন আলিফ পর্যন্ত টেনে পড়বেন।

* মাদ্দ সমূহের বানান এভাবে করুন যেমনঃ (جيم=جَآئِ যের جِىْ , همزه , যবর ءَ = جَآئِ , ضَآلَا = ضَادْ اَلِفْ لَآمْ যবর ضَآلْ , لَآمْ দুই যবর لًا=ضَآلًا

جَآءَ	جَآئِ	وَالِّٓئِىْ	سِيّٓـَٔتُ	اُولٰٓئِكَ	حَدَآئِق
قُرُوْٓءٍ	اَوْلِيَآءَ	بِمَآ اُنْزِلَ	قَالُوْٓا اٰمَنَّا	يٰٓاَرْضُ	هٰٓؤُلَآءِ

www.AmarIslam.com

সুন্নাতের বাহার

الحمد لله عزوجل কুরআন ও সুন্নাত প্রচারের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ফয়যানে মাদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকায় ইশার নামাযের পর সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় সারা রাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রসূলদের সাথে মাদানী কাফিলা সমূহে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিকরে মাদীনার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম দশ দিনের মধ্যে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

ان شاء الله عزوجل এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরণ এর মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে। প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" ان شاء الله عزوجل নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফিলাতে সফর করতে হবে।

বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে মাকতাবাতুল মাদিনার শাখা সমূহ

U.K : Bordesley Green Road, Birmingham, B9 4Ta, Tel: (0121)773-8646
U.S.A : Faizan-E-Madinah (Houston Area) 12829 Capricorn St. Stafford, Tx 77477 Phone : 713-459-1581
South Africa : Madani Markaz, No. 61 Mint Road, Fordsburg, Johannesburg, South Africa Phone : 011-838-9099
Canada : Address : 810 St-Roch (Intersecting Outremont) Montreal, Quebec, Canada-H3N 1L4 Phone : 1-514-952-9520
Norway : 1-Muslim Senter Furusetfuruset Vn 21 1053 Oslo Norway
Kenya : Maktaba-Tul-Madina Mombasa Madani Markaz Behind Kcb Bank, Jomokenyatta Avenue, Tononoka Area, Mombasa, Kenya.
India : 19/20, Muhammad Ali Road, Muhammad Ali Bldg, Opp. Mandvi Post Office, Bhindi Bazar, Mumbai-400003. Tel : +91-022-23454429
Dubai : Shop No. 1 Naif Building Behind Maktown Hospital, Deira Dubai. Tel : 04-2225442
Hong Kong : M/F 75-Ho Pui Street, Tsuen Wan N.T. Hong Kong. Ph: 98750884, 31451557
Srilanka : Maktaba-Tul-Madina No. 10 Messenger Street Colombo 12 Ph : 0094112394749

মাকতাবাতুল মাদিনা

ফয়যানে মাদিনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা। মো-০১৯২০০৭৮৫১৭
কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মো-০১৮১৩৬৭১৫৭২
ফয়যানে মাদিনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মো-০১৭১২৬৭১৪৪৬
E-mail : bdtarajim@gmail.com, mktb,bd@dawateislami.net
Web : www.dawateislami.net

www.AmarIslam.com